স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফ:স্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন"

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বি: দ্র:—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 5th Sept. 1962 | ১৭শ সংখ্যা

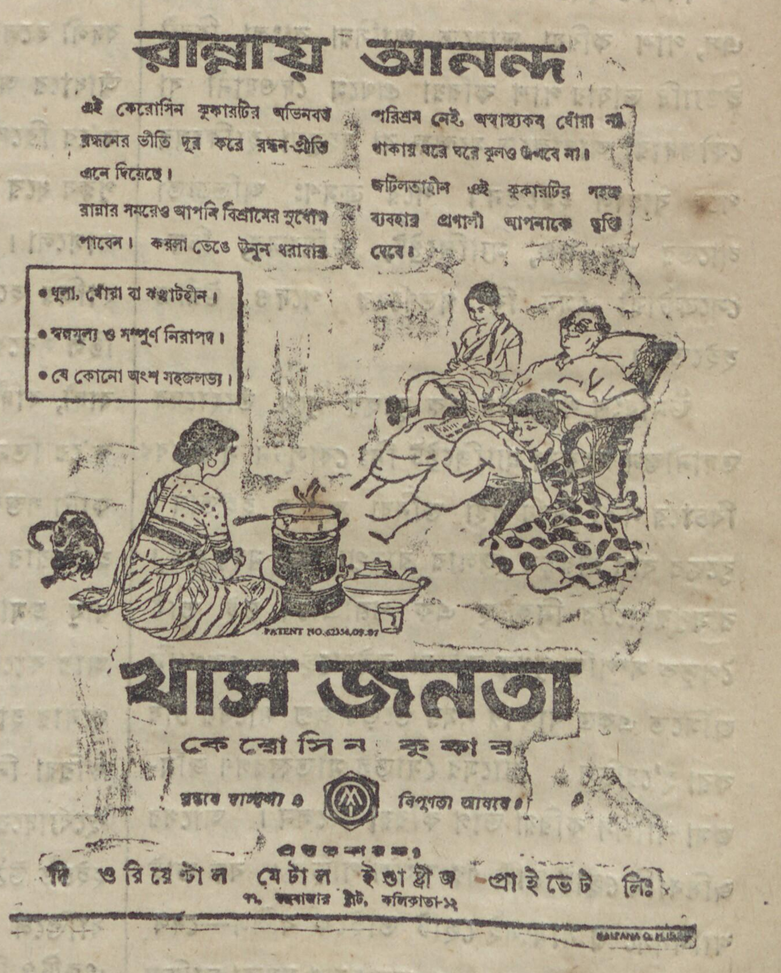

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ·০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

—০—

ভারত হইতে সদ্য বিতাড়িত বিদেশী শাসক ও শোষক ইংরাজগণের প্রথম আমলের তদন্তের কৌশল এবং সত্য নির্ণয় করার প্রথা পাঠকগণের নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া আমরা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি তুলনা করিতে পারিবেন।

বিলাত হইতে ইংরেজ সিবিলিয়নরা আই, সি, এস, পাশ করিয়া ভারতে আসিয়া বাংলা হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় পাশ করিয়া প্রথমে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে মুন্সেফ বা মহকুমা হাকিমের পদে বাহাল হইতেন। পরে ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা লাভের পর জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, চিফ-সেক্রেটারী এমন কি গভর্ণরের পদেও উন্নীত হইতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বৃদ্ধের মুখে তাঁহাদের তদানীন্তন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বোল্টন সাহেবের বিচারে সত্য নির্ণয় পন্থা শুনিয়া অবাক হইতাম। বৃদ্ধের বাস বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায়। রামপুরহাটের নিকটস্থ এক পল্লীগ্রামে দুই ভাই পৈতৃক সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইয়াছে। একখানি জমিতে একত্র থাকার সময় গুড়ের জন্য আখের চাষ করা হ'য়েছিল। গ্রামের মোড়ল মাতব্বরগণ জমি-জমা শালিস করিয়া ভাগ করিয়া দিলেন। আখের জমিখানি ছোট ভাই-এর অংশে পড়িল। বড় ভাই শালিসগণের সামনেই ছোট ভাইকে বলিল—দেখ্ ভাই ভিন্ন ভাতে থাকলেও যেন মায়া মমতা ছাড়িস্ না। তোর ভাগে আখের জমি দশ কাঠা পড়েছে। ও জমি তোরই। আমার ছেলেরা এবার গুড় খেতে পাবে না! তুই আমার পাঁচ কাঠার ধান নিস্ আমাকে অর্দ্ধেক আখ এই বৎসরের মত দিস্। ছোট ভাই একটু লেখাপড়া জানে। সে সকলের সামনেই দাদাকে জবাব দিলে—দোহা দুধ আর বাঁটে ঢোকে না। যা বিচারে পেয়েছি তা দিব না। বড় ভাই কোন উচ্চ বাচ্য না করে চলে গেল। ছোট ভাই-এর শালা খুব মামলাবাজ তার পরামর্শে এবং সহায়তায় ছোট ভাইটি দাদাকে মামলায় ফেলিবার ফন্দী করিয়া এক রাত্রে নিজের জমির আখ সব কাটিয়া ফেলিল। প্রাতঃকালে জমিতে লোকের ভিড় জমিয়া গেল। ছোট ভাই রামপুরহাটে বোল্টন সাহেবের এজলাসে দাদাকে আসামী করিয়া নালিশ দাখিল করিল। হাকিম বোল্টন সাহেব দরখাস্ত পাওয়া মাত্র থানার দারোগাকে তদন্ত করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিবার নির্দ্দেশ দিলেন। অর্ডার পাইবা মাত্র দারোগা বাবু সাহেবের চৌদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করিয়া গালি দিতে লাগিল—বেটা গাধা সাহেব না বদলী হলে আমাদের নিস্তার নাই। রাত্রে কে আঁধারে আখ কাটলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা ঠিক ক'রে রিপোর্ট দিতে কেউ পারে! সাহেবের সাত পুরুষ ধরে গালাগালি ক'রে গায়ের ঝাল ঝাড়তে লাগলো। বেলা ৪টার সময় বোল্টন থানায় হাজির হয়ে দারোগা, জমাদার, যতগুলি সিপাই ছিল সবকে তার (সাহেবের) সঙ্গে নিয়ে মামলার বাদী, বাদীর শালা, আর আসামীর বাড়ী ঘেরাও ক'রে তিন বাড়ী হ'তে যে সব হাতিয়ার দিয়া আখ কাটা সম্ভব হয় সব লইয়া বাণ্ডিল বাঁধিল আর যার হাতিয়ার তার নাম লিখিয়া রাখা হইল। দারোগা বাবু জমাদারকে কানে কানে বল্লেন—পাগল আর কাকে বলে! সাহেব এই বাণ্ডিল তিনটি থানার হাজতে পৃথক পৃথক স্থানে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া নিজের কাছে চাবি রাখিলেন। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মিঃ বোল্টন দারোগাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া দেখাইলেন বাদী আর তার শালার বাণ্ডিলে পিঁপড়ে লেগেছে। আসামীর বাণ্ডিলে একটিও পিঁপড়ে নাই। দারোগা বাবু তখন গাধা পাগল সাহেবের কিম্মত বুঝিলেন। সাহেব দারোগাকে বলিলেন—"ওয়েল সাব-ইন্‌স্পেক্টর! ডোণ্ট ইউ সি দ্যাট্ সুইটনেস্ অফ দি সুগারকেন ইজ্ দি উইটনেস্ ইন্ দিস্ কেশ!" দারোগার কপাল দিয়ে ঘাম ঝড়তে লাগলো।

স্বাধীনতা লাভের পর হানাদারদের দ্বারা কাশ্মীর আক্রমণ হইতে সুরু করিয়া আবদুল্লার প্রশংসিত বন্ধুত্ব পরীক্ষা, বেরুবাড়ী সম্প্রদান, টুকের গ্রাম বেদখল ভারতের নারী হরণ, পুরুষ হরণ, গো মহিষ লুণ্ঠন ইত্যাদি সব অহিংস ব্যাপারে আমরা সব উপলব্ধি করিতেছি।

১৯৬২ সালের জুলাই মাসে স্পেশ্যাল পুলিস সংস্থা যে সকল মামলা দায়ের করিয়াছেন, তাহার ফলে দুর্নীতির দায়ে ১০৭ জন সরকারী কর্মচারীর (ইহাদের মধ্যে ১৬ জন গেজেটেড অফিসার) বিরুদ্ধে প্রকাশ্য তদন্ত হইবে। আজকাল বোল্টন সাহেবের মত ধীর স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন বিচারক থাকিতেন কেও তবে এমনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ করার অভাব বোধ হতো না।

শিক্ষক দিবস

প্রাচীন ভারতে শিক্ষকের মর্য্যাদা সমাজে অগ্রগণ্য ছিল। বর্ত্তমানকালেও দেশ ও জাতি গঠনে শিক্ষকের অবদান অবশ্য স্বীকার্য্য। শিক্ষকের প্রতি সমাজের সর্ব্বস্তরের যে মহান দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করিবার জন্য প্রতি বৎসর "শিক্ষক দিবস" পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং শিক্ষকবৃন্দের কল্যাণকল্পে এক তহবিল স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণপূর্ব্বক একটি কেন্দ্রীয় জাতীয় শিক্ষককল্যাণ সংস্থা গঠিত হইয়াছে। উক্ত সংস্থার তত্ত্বাবধানে ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শিক্ষককল্যাণ কার্য্যকরী সমিতির উপদেশ অনুসারে প্রত্যেক জেলায় এবং প্রত্যেক মহকুমায় জিলাশাসক ও মহকুমা শাসকগণের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী-গণকে লইয়া একটি করিয়া জিলা ও মহকুমা কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষককল্যাণ সংস্থা আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির জন্মদিনটি শিক্ষকদিবসরূপে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ দিনটিকে স্মরণীয় রাখিবার যেমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেইরূপ স্মারক পতাকা বিক্রয়, এককালীন দান প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষককল্যাণ জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারের জন্য চাঁদা সংগ্রহেরও আয়োজন করা হইতেছে।

এই ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ অবসরপ্রাপ্ত ও পরলোকগত শিক্ষকগণের দুর্গত, বিপন্ন ও অসহায় পরিবারের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইবে। আকস্মিক দুর্ঘটনা অথবা শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্মশক্তি রহিত শিক্ষকগণও এই তহবিল হইতে সাহায্য পাইতে পারিবেন।

প্রতিটি বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণকে শিক্ষক দিবসে স্মারক পতাকা ধারণ করিয়া এই দিনটিকে স্মরণীয় করিবার তথা শিক্ষককল্যাণ ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহে আনুকূল্য করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে দানশীল সহৃদয় জিলাবাসিগণকে এই ভাণ্ডারে এককালীন অর্থ সাহায্য করিবার জন্যও আবেদন জানাইতেছি। এই ভাণ্ডারে প্রদত্ত অর্থ জিলা স্কুল পরিদর্শক অথবা মহকুমা শাসক মহাশয়ের নিকট ধন্যবাদ সহ গৃহীত হইবে।

শ্রীদিলীপকুমার গুহ
জিলাশাসক মুর্শিদাবাদ ও
সভাপতি জিলা কার্য্যকরী শিক্ষককল্যাণ সমিতি।

অধ্যাপক ভবরঞ্জন দে

জঙ্গিপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে মহাশয় কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ 'রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের' রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস সুপণ্ডিত শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার।

আন্তঃ স্কুল ফুটবল

কাঞ্চনতলার জঙ্গিপুর মহকুমার চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ

জঙ্গিপুর সাবডিভিসন স্কুল স্পোর্টস এসোশিয়েশন ফুটবল প্রতিযোগিতায় কাঞ্চনতলা বহুমুখী বিদ্যালয় যথাক্রমে নিমতিতা বহুমুখী বিদ্যালয় ও ফতেউল্লাপুর বহুমুখী বিদ্যালয় টিমকে পরাজিত করিয়া বিগত ১৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার সাবডিভিসনাল ফাইন্যালে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলকেও ৩—১ গোলে পরাস্ত করিয়া সাবডিভিসনাল চ্যাম্পিয়ান হয়। ফলে একটি শীল্ডসহ ১১টি মেডাল পাইয়া অদ্য সাবডিভিসনের চ্যাম্পিয়ানশীপ অর্জিত টিমের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

গঙ্গাবক্ষে

৪৫ মাইল ও ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত ২৬শে আগষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গঙ্গাবক্ষে ৪৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুর সদর ঘাট হইতে ভোর ৫॥০ টায় সময় প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া নির্দ্দিষ্ট এলাকায় বহরমপুর গোরাবাজার ঘাটে পৌছে বৈকাল ৩-৪৫ মিনিটে। ছয়জন প্রতিযোগী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনজন আসিয়া পৌছাইতে পারেন নাই। এই সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছেন কলিকাতার দেবী দত্ত সময় ৯-৪৩ মিনিট, দ্বিতীয়—বলাই দে (বহরমপুর ভ্রাতৃসঙ্ঘ) সময় ১০-১৬ মিনিট, তৃতীয়—আনন্দ হাজরা (বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার) সময় ১০-২৭ মিনিট। এই ক্রি ষ্টাইল সন্তরণ উদ্বোধন করেন রাজ্য শিক্ষাবিভাগীয় উপমন্ত্রী শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়।

ওই দিন প্রতি বছরের মত এবারও ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয় জিয়াগঞ্জ ঘাট হইতে। বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় জেলা শাসক শ্রীদিলীপ গুহ ইহার উদ্বোধন করেন। এই প্রতিযোগিতায় ৩১ জন প্রতিযোগী ছিলেন। তন্মধ্যে ২৫ জন নির্দ্দিষ্ট সীমানা গোরাবাজার ঘাটে পৌছান। এই ১৩ মাইল প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছেন নিমাই দাস কলিকাতা, সময় ২-৪ মিনিট, দ্বিতীয়—ষষ্ঠী মুখার্জ্জী কলিকাতা, সময় ২-৫ মিনিট, তৃতীয়—মাণিক ঘাটা কলিকাতা, সময় ২-১৪ মিনিট। এবারও কলিকাতার হাটখোলা ক্লাবের ১৬ বছরের তরুণী প্রতিযোগী শ্রীমতী স্বপ্না পাল ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা সমাহর্তা শ্রীদিলীপকুমার গুহ এবং পুরস্কার বিতরণ করেন তদীয় সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা মঞ্জুশ্রী গুহ।

শিক্ষক দিবস

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর সর্ব ভারতে শিক্ষক দিবস প্রতিপালিত হইবে। উক্ত দিবস আমাদের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। তিনি এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সম্ভবতঃ সেইজন্যই উক্ত দিন শিক্ষক দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। শিক্ষক দিবসে টোকেন ফ্ল্যাগ বিক্রয়, সমর্থ লোকের নিকট হইতে এককালীন দান, খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদ, চ্যারিটি সিনেমা শো প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করিয়া National Foundation for Teachers' Welfare—শিক্ষকদের কল্যাণে জাতীয় সংস্থায় গচ্ছিত রাখা হইবে এবং শিক্ষকদের বিশেষ বিশেষ আর্থিক দুর্গতির সময়ে সাহায্যের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয় করা হইবে। এ বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং এজন্য কেন্দ্রে, প্রত্যেক রাজ্যে, জেলায় ও মহকুমায় সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের নিয়া পূর্বোক্ত Foundation এর কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শিক্ষকগণ সমাজের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংগ এবং তাঁহারা রাষ্ট্রের বা সমাজের শিক্ষা বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত। সুতরাং তাঁহারাই রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিক তৈয়ারী করেন। যাঁহারা সমাজের সব চেয়ে বড় কাজ করেন তাঁহাদের প্রতি সমাজের প্রতি লোকেরই দায়িত্ব আছে। কাজেই অসুবিধার সময়ে তাঁহাদের দেখা আমাদের কর্ত্তব্য। এই মনোভাব হইতেই এই জাতীয় সংস্থার জন্ম।

সুতরাং আমরা আশা করি জঙ্গিপুর মহকুমার প্রতিটি লোক শিক্ষকদের নিকট জাতীয় ঋণ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিয়া 'গুরুদক্ষিণা' স্বরূপ কিছু কিছু দান করিয়া পূর্বোক্ত তহবিল গঠনে সাহায্য করিবেন।

শ্রীস্বরাজরঞ্জন সেন

সস্তা সিনেমা-সঙ্গীত নিষিদ্ধ

রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিচিত্র অনুষ্ঠানে 'সস্তা' সিনেমা-সঙ্গীত ও নৃত্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২)

সাল্‌সাপ্যারিলা

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আর. পি. ওয়াচ কোং

জঙ্গিপুর পৌরসভার দক্ষিণে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

বিঃ দ্রঃ—আমরা যে কোন কোম্পানীর নূতন ঘড়ি দুই সপ্তাহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।